কালের কণ্ঠ
তারিখ ... 20 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'শিক্ষকদের বঞ্চিত করে মানোন্নয়ন সম্ভব নয়'

শিক্ষকদের তাঁদের মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। উপরন্তু স্বতন্ত্র পে স্কেলের দাবি এবং নতুন বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড বাতিলের প্রতিবাদে শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে অর্থমন্ত্রীর করা মন্তব্যে আমরা কষ্ট পেয়েছি। তিনি যেই মন্তব্য করেছেন তা সম্মানজনক ছিল না। আমরা আন্দোলন করি শিক্ষকদের জন্য। যদি কেউ তাঁদের মর্যাদা না দেয়, তবে আমরা বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না

এ এস এম মাকসুদ কামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষকদের বঞ্চিত করে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান। তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া যেমন একটি দেশ এগোতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষকদের মান নিচে নামিয়েও এই সেক্টরে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যাবে না। শিক্ষকরা অবহেলিত থাকলে শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকবে না। সরকারকে তাই এ বিষয়টি ইতিবাচকভাবে ভাবতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশি দিন আন্দোলন জিইয়ে রাখা সঠিক হবে না। তিনি বলেন, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো, অষ্টম পে স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণ ও পুনর্নির্ধারণ, শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ চার দফা দাবিতে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষকরা। দাবি পূরণের পাশাপাশি তাঁরা 'শিক্ষকদের আন্দোলন জ্ঞানের অভাবে' বক্তব্য দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের পদত্যাগও দাবি করেছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দাবি আদায়ে নানা কর্মসূচি পালন করছেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে টানা তিন দিন পালিত হয়েছে কর্মবিরতি। শিক্ষকদের এ আন্দোলনে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন সংহতি জানিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমেও এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কারো কারো অভিমত, বেতন-ভাতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থায় করা খণ্ডকালীন কাজও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সান্ধ্য কোর্সগুলো বন্ধেরও দাবি জানিয়েছেন অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পর্কে বক্তব্যের জন্য অর্থমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এ অবস্থায় সরকার এগিয়ে না এলে সামনের দিকে আরো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

শুক্রবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের সংবাদ পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে সোহরাব হাসান এ কথা বলেন। সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল।

আলোচনার শুরুতে সঞ্চালক জানতে চান, ছাত্রদের আন্দোলনের জন্য সরকার পিছু হটেছে বা তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার শিক্ষার টিউশন ফি থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু ছাত্ররা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই আন্দোলন করছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও এর প্রভাব পড়ছে। কারণ অনেক শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও পার্টটাইম ক্লাস নিচ্ছেন। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, 'আমরা আন্দোলন করতে চাইনি। ড. ফরাসউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে যখন বেতন বোর্ড গঠন করা হয় তখন আমরা সাক্ষাৎ করে আমাদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি। কিন্তু মে মাসে যখন সচিব কমিটিতে এই সুপারিশ গেল তখন উল্টে গেল। শিক্ষকদের তাঁদের মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। উপরন্তু স্বতন্ত্র পে স্কেলের দাবি ও নতুন বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড বাতিলের প্রতিবাদে শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে অর্থমন্ত্রীর করা মন্তব্যে আমরা কষ্ট পেয়েছি। তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা সম্মানজনক ছিল না। আমরা আন্দোলন করি শিক্ষকদের জন্য। যদি কেউ তাঁদের মর্যাদা না দেয়, তবে আমরা বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না।' তিনি বলেন, অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো প্রস্তাবের পর থেকে গ্রেড অবনমনসহ কয়েকটি বিষয়ে নিজেদের আপত্তি তুলে আন্দোলন করে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা। নানা কর্মসূচি পালনের পর কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়ার মধ্যে গত ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা অষ্টম বেতন কাঠামো অনুমোদন করে। নিজেদের বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না পেয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি চালানোর মধ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত পরদিন বলেন, 'দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জ্ঞানের অভাবে আন্দোলন করছে। এই কর্মবিরতির কোনো জাস্টিফিকেশন নেই। তাঁরা জানেনই না পে স্কেলে তাঁদের জন্য কী আছে, কী নেই।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'ইচ্ছেমতো' পদোন্নতি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন অর্থমন্ত্রী, যাকে তিনি আখ্যায়িত করেন 'করাপ্ট প্র্যাকটিস' হিসেবে। তিনি বলেন, 'এমনই সময় অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের কটাক্ষ করে বলেছেন তাঁদের জ্ঞানের অভাব। অর্থমন্ত্রী অতীতেও এভাবে মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছেন। আমরা আশা করি, প্রধানমন্ত্রী আশু হস্তক্ষেপ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে আনবেন এবং তাঁদের দাবি মেনে নেবেন। কারণ সরকারের পাশাপাশি আমরাও চাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকুক।'